১৮-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০২- ০৫ - ৮৩ মধুবন

"মায়াকে দোষী বানানোর পরিবর্তে মাস্টার রচয়িতা এবং শক্তিশালী হও"

আজ বাপদাদা সমগ্র সংগঠনে বিশেষ সেই আত্মাদের লক্ষ্য করছেন, যারা জ্ঞান আর যোগের প্রতিমূর্তি হয়ে মাস্টার রচয়িতার স্টেজে সদা স্থিত থাকে । তোমরা সবাই নিজেদের জ্ঞানী আর যোগী বলে থাকো, কিন্তু তোমরা নম্বরের ভিত্তিতে বাবা সমান জ্ঞানী আত্মা এবং বাবা সমান যোগী আত্মা । বাবা সমান অর্থাৎ মাস্টার রচয়িতার পজিশনে সদা স্থিত থাকে । এই মাস্টার রচয়িতার সহজ আসনে স্থিত শক্তিশালী আত্মার সামনে সকল রচনা দাসীরূপে সেবায় সহযোগী হয় । মাস্টার রচয়িতা সেকেন্ডে নিজের শুদ্ধ সঙ্কল্পরূপী অর্ডার দ্বারা যেমন ইচ্ছে বায়ুমণ্ডল বানাতে পারে । যেরকম ভাইব্রেশন সর্বদিকে ছড়িয়ে দিতে চায় সেইরকমই বিস্তৃত করতে পারে । যে শক্তিকেই আহ্বান করে সেই শক্তিই সহযোগী হয় । কোনো আত্মার কোনো অপ্রাপ্তি থাকলে সেটা জেনে সর্ব প্রাপ্তির মাস্টার দাতা হয়ে সেই আত্মাকে দিতে পারে । বাবা দেখছিলেন, কতদূর পর্যন্ত তোমরা এমন শক্তিশালী মাস্টার রচয়িতা, সদা সহজ আসনধারী হয়েছ ! কি দেখলেন বাবা ? সবাই-ই নম্বরের ভিত্তিতে । যতই হোক, বাবা কিন্তু সেই আত্মাদের দেখেছেন যাদের মাস্টার রচয়িতা বলা হয়, তারা সঙ্কল্প শক্তির একটা ব্যর্থ সঙ্কল্পে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, ভয় পেয়ে যায় । স্মৃতির প্রেশার লো(low) হয়ে যায়, এই কারণে প্রবল উদ্যম-উৎসাহের হৃৎস্পন্দন স্লো (slow) হয়ে যায় । ভগ্নোৎসাহের স্বেদস্রুতি(ঘামের জল) ঝরতে থাকে । এইরকমই তো হয়, তাই না ? কি করবো, কিভাবে করবো এই চিন্তাতেই তোমরা আকুল হয়ে যাও । এটা মাত্র এক সেকেন্ডের ভুল । নিজের মাস্টার রচয়িতার পজিশন থেকে নীচে নেমে আসো । মায়াকে কে আহ্বান করে ? তোমরা নিজেরাই তোমাদের পজিশনের সীট ছেড়ে নীচে নেমে আসো এবং তারপরে যখন মায়া সীট খালি দেখে, নিজের বানিয়ে নেয়, এইজন্য মায়া বলে দোষী আমি নই, তোমরা আমাকে আহ্বান করো, সেইজন্য আমি আসি । বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা - আজ মিলনের দিন । বাবা তোমাদের অন্য কোনো সময়ে বলবেন, আর যা যা তোমরা করো !

সর্ব মাস্টার রচয়িতা, সহজ আসনধারী, সদা যে বালক সেই মালিকভাবের স্মৃতিস্বরূপ, সদা বাবা সমান জ্ঞানযুক্ত, এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ-

কুমারীরা, তোমরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছ ? কারণ কুমারী জীবনই দৃঢ় সঙ্কল্প করার সময় । তোমরা কতো ভাগ্যবান, যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তখনই তোমরা বাবার কাছে এসে গেছ ! জীবন যদি সামান্যও এগিয়ে যেত, তো তোমরা খাঁচার ময়নার মতো হয়ে যেতে । সুতরাং, তোমরা কি হতে চাও ? খাঁচার ময়না নাকি মুক্ত বিহঙ্গ ? কুমারী তো মুক্ত বিহঙ্গ । কুমারীদের চাকরী করারই বা কি অবশ্যকতা আছে ! তোমরা কি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স জমাতে চাও ? লৌকিক বাবার কাছেও যদি তোমরা থাকো, তো দু'টো রুটি জুটেই যাবে, অলৌকিক বাবার কাছে থাকলেও তোমাদের কোনকিছুর অভাব থাকবেনা, তবে কেন চাকরী করতে যাও? সেন্টারে থাকতে কি ভয় লাগে ? এমনকি তোমাদের বলাও হয় যে, যদি তোমাদের মোহ থাকে তবেও দুঃখের লহর অনুভব হবে । এমনিতেও, কুমারীরা ঘরে থাকেনা । এই নেশায় থাকো যে তোমরা বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন । সত্যযুগের রাজ্য সিংহাসনও এই আসনের সামনে কিছুই না । সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, তোমরা সদা রাজমুকুট এবং তিলকধারী ।

যদি কেউ বসার জন্য খুব ভালো আসন পেয়ে যায়, তবে সেটা সে কিভাবে ছেড়ে দিতে পারে ! তোমরা যদি কিছু হতে যাও তো শ্রেষ্ঠই তো হবে, যদি হ্যাঁ তো হ্যাঁ ! যদি মরতে যাও তো এক হেঁচকায় ! এই মৃত্যুই মিষ্টি ! যদি লক্ষ্য স্থির হয়, তবে কেউ তোমাকে টলাতে পারবেনা । আর লক্ষ্য যদি স্থির না হয় তবে অনেক বাহানা এবং পরিস্থিতি আসবে যা বাধার সৃষ্টি করবে । এইজন্য সদা দৃঢ় সঙ্কল্পে স্থির হও ।

অধরকুমারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ-

সবরকম মেহনত থেকে বাবা তোমাদের রেহাই দিয়েছেন, তাই না ? ভক্তির মেহনত থেকে তোমরা রেহাই পেয়েছ এবং গৃহস্থ জীবন থেকেও ছাড়া পেয়েছ । গৃহস্থ জীবনে ট্রাস্টি হয়ে গেছ, সুতরাং মেহনত তো শেষ হয়ে গেছে, তাই না ! এখন তোমরা ভক্তির ফল লাভ করেছ, ভক্তিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো অর্থাৎ মেহনত শেষ হয়েছে । তোমরা নিজেদের ভক্তির ফল ভক্ষণকারী মনে করো ? বাস্তবে, বলা হয়ে থাকে, ভক্তির ফলই জ্ঞান, কিন্তু তোমরা আগে থেকেই ভক্তির ফল হিসেবে জ্ঞানদাতাকে লাভ করেছ । ভক্তির ফল তোমরা লাভ করেছ এবং গৃহস্থের যা দুঃখ, অশান্তির ঝঞ্ঝাট ছিলো, তাও শেষ হয়ে গেছে । উভয় ক্ষেত্রেই তোমরা মুক্ত হয়ে গেছ । জীবনবন্ধ হওয়া থেকে তোমরা জীবনমুক্ত আত্মা হয়ে গেছ । যখন কেউ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে খুশিতে নাচে । তোমরা বন্ধনমুক্ত আত্মারাও সদা খুশিতে নাচতে থাকো । ব্যস্ ! গীত গাও আর খুশিতে নাচো । এটা তো খুব সহজ, তাই না ! সদা মনে রেখো তোমরা আত্মারা জীবনমুক্ত । সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে গেছে, মেহনত থেকে মুক্ত হয়ে গেছ এবং ভালোবাসা ব্যক্ত করেছ । সুতরাং, হালকা হয়ে উড়তে থাকো । তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য, দুঃখী থেকে সুখী, কাঁটা থেকে ফুলে রূপান্তরিত হয়েছ, কতো ফারাক হয়ে গেল, তাই না ! এখন পুরানো কলিযুগী দুনিয়ার কোনো সংস্কার যেন না থাকে । যদি পুরানো দুনিয়ার কোনো পুরানো সংস্কার থেকে যায় তো সেটা নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে তোমাদের । এইজন্য সদা নতুন জীবন, নতুন সংস্কারে থাকো । তোমাদের জীবন যখন শ্রেষ্ঠ, তখন সংস্কারও তো শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন । শ্রেষ্ঠ সংস্কার মানেই স্ব-কল্যাণ এবং বিশ্ব কল্যাণ করা । এইরকম সংস্কারে তোমরা নিজেদের ভরপুর করেছ ? স্ব-কল্যাণ আর বিশ্ব কল্যাণ ব্যতীত আর কোনো সংস্কার যদি তোমাদের থাকে তবে সেগুলো এই জীবনে বিঘ্ন ঘটাবে । অতএব, এখন পুরানো সংস্কার সব সমাপ্ত করো । সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, তুমি রুহানী গোলাপ ! রুহানী গোলাপ অর্থাৎ যারা সদা রুহানী সুবাস ছড়ায় । যেমন, স্থূল গোলাপ নিজের সুবাসে সুবাসিত করে, এর সৌন্দর্য এবং রঙ আর অতীব সুগন্ধ সবাইকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে । একইভাবে, তোমরাও বাবার বাগানের রুহানী গোলাপ । গোলাপ সদা পূজায় অর্পণ করা হয় । রুহানী গোলাপও বাবার সামনে অর্পিত হয় । এই যজ্ঞের সেবাধারী হওয়াও অর্পিত হওয়া । নিজেদের অর্পণ করার অর্থ এই নয় যে তোমাদের একস্থানেই থাকতে হবে । যে কোনখানেই থাকতে পারো, কিন্তু শ্রীমৎ অনুসরণ করতে হবে । নিজভাব যেন এতটুকুও মিক্স না হয়ে যায় । তোমরা নিজেদের ভাগ্যবান সুগন্ধিত রুহানী গোলাপ মনে করো, তাই না ? সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো, "আমরা আল্লার বাগানের রুহানী গোলাপ; এই নেশা যেন সদা থাকে । নেশায় থাকো আর বাবার গুণের মহিমা সঙ্গীত গাইতে থাকো । ঈশ্বরীয় এই নেশায় তোমরা যা বলবে, তা'থেকেই তোমাদের ভাগ্য তৈরি হবে !

সদা নিজেকে বিজয়ী পাণ্ডব মনে করে চলো । কল্পে কল্পে পাণ্ডবদের বিজয় অতি প্রসিদ্ধ । সংখ্যায় মাত্র পাঁচ হয়েও তারা বিজয়ী ছিলো । তাদের বিজয়ের কারণ ছিলো, বাবা সাথী ছিলেন । ঠিক বাবা যেমন সদা বিজয়ী, তেমনই যারা বাবার হয় তারাও সদা বিজয়ী । স্মৃতিতে যখন এটাই থাকে যে, "আমি সদা বিজয়ী রত্ন ", তখন এই ভাবধারাও অনেক নেশা আর খুশি নিয়ে আসে । পাণ্ডবদের কাহিনী যখন শোনো , তখন কি মনে হয় ? সেটা তোমাদেরই কাহিনী ? নিমিত্তে একমাত্র অর্জুনের নামই প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিলো, কিন্তু দুনিয়ার হিসেবে তারা ছিলো পাঁচ, সদা বিজয়ী । এই স্মৃতি যেন সদা সতেজ থাকে । স্মৃতি এতই স্পষ্ট হোক যেন মনে হয় এতো কালকের ব্যাপার ! সবাই তোমরা ঘরে বসে বসেই ভাগ্য প্রাপ্ত করেছ, তাই না ! ঘরে বসে এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য লাভ হয়েছে, যা অন্ত পর্যন্ত গাওয়া হবে । তোমরা বাবার ঘর থেকে এসেছ; তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে এসেছ, উৎসব করেছ, খেয়েছ, খেলেছ । সাধারণতঃ, তোমরা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ো, রেস্টে চলে যাও । এখানেও, তোমরা তোমাদের বিজনেসের কাজ করে, চাকরী করে, ক্লান্ত হয়ে আসো আর এখানে এসেই কমল হয়ে যাও । বাবা ব্যতীত তোমরা কাউকে দেখতে পাওনা, রেস্ট পেয়ে যাও । শুধুমাত্র এক বাবার সাথে মিলন যাপন করা, তাঁর কথা শোনা, তাঁকে স্মরণ করা, ব্যস্ ! এটাই কাজ, আর অন্যকিছু ক'রোনা ! সুতরাং, তোমাদের ক্লান্তি উধাও হয়েছে, তোমরা রিফ্রেশ হয়েছ, তাই না ! যদি কেউ দু'ঘন্টার জন্যও এখানে আসে, সে রিফ্রেশ হয়ে যায় কারণ এই স্থানই রিফ্রেশ হওয়ার । এখানে আসা অর্থাৎ রিফ্রেশ হওয়া । আচ্ছা -

বিদায়ের সময় :- প্রত্যেক বাচ্চা একে অন্যের থেকে অধিক প্রিয় । সবার মধ্যে নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । এমনকি, কেউ লাস্ট নাম্বারে হলেও সে তো বাবারই বাচ্চা । তোমরা যেমনই বাচ্চা হও, তবুও ত্যাগের ভাগ্য কিন্তু তোমরা লাভ করেছ, তাই না ! সুতরাং, নিজেকে এই প্রত্যয় দাও অর্থাৎ নিজেকে বিশ্বাস করাও যে, তোমরা সবাই বাবার প্রিয় । নম্বর ভিত্তিতে হলেও তো সবাই স্মরণ-স্নেহ লাভ করছ, তাই না ? বাপদাদা সবাইকে গভীর হৃদয়ে তাঁর স্মরণ-স্নেহ দেন । হৃদয়ের গভীরে সবার জন্য তাঁর স্নেহ একরকম । সবাই তোমরা তাঁর হারানিধি স্নেহী বাচ্চা, বাবার ভুজসকল । সুতরাং, নিজের বাহু তো অবশ্যই প্রিয়ই লাগবে, তাই না ! নিজের বাহু কখনো অপ্রিয় হতে পারে কি ? লাস্ট নম্বরও তো কোটির মধ্যে এক, তাই না ! সুতরাং, কোটির মধ্যে তো প্রিয় হয়েই গেছ, তাই তো ! আচ্ছা -ওম্ শান্তি ।

অব্যক্ত মহাবাক্য

সন্তুষ্টমণি হয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকো আর সবাইকে সন্তুষ্ট করো

বাপদাদা চাইছেন, সারা বছর ধরে তোমরা বাচ্চারা যখনই কারও সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে সন্তুষ্টতার সহযোগ দেবে । নিজেও সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যকেও সন্তুষ্ট রাখবে । এই সীজনের স্বমান হলো, সন্তুষ্টমণি, এইজন্য সদা সন্তুষ্ট থাকা আর সন্তুষ্ট করা - এই স্বমানের সীটে সদা একাগ্র থাকতে হবে । আজকের এই বর্তমান সময়ে টেনশন আর দুশ্চিন্তার প্রাবল্য অনেক বেশি থাকার কারণে অসন্তুষ্টি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে । এই সময় তোমরা সব সন্তুষ্টমণিরা নিজের সন্তুষ্টির জ্যোতি দ্বারা অন্যদেরও সন্তুষ্ট বানাও । সর্বাগ্রে নিজের প্রতি নিজে সন্তুষ্ট থাকো, তারপর সেবায় আর তারপর সম্বন্ধে সন্তুষ্ট থাকো, তো তখনই তোমাদের সন্তুষ্টমণি বলা হবে । বাপদাদা বাচ্চাদের নিরন্তর প্রকৃত সেবাধারী হওয়ার জন্য বলেন, যদি সেবার নামে নিজেরাই ডিস্টার্বড হও, যা অন্যকেও ডিস্টার্ব

করবে, এমন সেবা না করাই শ্রেয় কারণ সেবার বিশেষ গুণ সন্তুষ্টতা । যেখানে সন্তুষ্টি নেই, না নিজের প্রতি, না সম্বন্ধীয় কারও প্রতি তো সেই সেবা না নিজেকে ফল প্রাপ্তি করাবে না অন্যদের । এইজন্য প্রথমে নিজেকে সন্তুষ্টমণি বানাও তারপর সেবা করো । নয়তো, সূক্ষ্ম বোঝা বেড়ে যায় আর সেই বোঝা উড়তি কলায় বিঘ্নরূপ হয়ে দাঁড়ায় । সদা নির্বিঘ্ন, সদা বিঘ্ন-বিনাশক এবং সদা নিজে সন্তুষ্ট থেকে সকলকে সন্তুষ্ট করা- সেবাধারীদের এই সার্টিফিকেট সদা নিতে হবে । এই সার্টিফিকেট নেওয়া অর্থাৎ হৃদয় সিংহাসন আসীন হওয়া । সদা সন্তুষ্ট থেকে সবাইকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখো । যে আত্মার সর্বপ্রাপ্তির অনুভূতি হবে, সে সদা সন্তুষ্ট হবে । তার চেহারার ওপরে সদা প্রসন্নতার লক্ষণ দেখা যাবে । সেবাধারী যখন নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তো নিজে থেকেই সেবা এবং সহযোগিতায় উদ্যম -উৎসাহ থাকে । তোমাদের তখন কোনকিছু বলতে হবেনা অথবা, অন্যদের বলার কিছু প্রয়োজন হবেনা কারণ সন্তুষ্টতা সহজেই উত্সাহ-উদ্দীপনা আনে । সেবাধারীদের সন্তুষ্ট থাকার এবং অন্যকে সন্তুষ্ট রাখার বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিৎ । নিজেকে যত সর্ব প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন অনুভব করবে তত সন্তুষ্ট থাকবে । যদি সামান্যতমও কম অনুভব হয় তাহলে সেই অভাব তোমাকে অসন্তুষ্ট বানাবে । যদিও এটা তোমাদের রাজ্য নয়, এইজন্য তোমাদের খানিক মেহনত করতে হয় কিন্তু প্রবলেম তো এখানে খেলা হয়ে গেছে । যখন তোমাদের সাহস আছে তোমরা সময়মতো সহযোগ তো পেয়েই যাও । অতএব, তোমাদের সন্তুষ্টির সাথে সাথে তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির দ্বারা সকল আত্মাদের সন্তুষ্টতার সহযোগ দাও । যিনি সব করান তিনিই করাচ্ছেন, আমি শুধু নিমিত্ত হয়ে কার্য করছি - এই স্মৃতি বজায় রাখাই সেবাধারীর বিশেষত্ব । এতে সেবায় এবং স্ব-পুরুষার্থে সদা সন্তুষ্ট থাকবে আর যাদের নিমিত্ত হবে তাদের মধ্যেও সন্তুষ্টতা থাকবে । সদা সন্তুষ্ট থাকা এবং অন্যকে সন্তুষ্ট রাখাই বিশেষত্ব ।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিচক্ষণ, তারা সদা নিজেরাও সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যদেরও খুশি করবে । যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও আর সেটা অন্যদের দ্বারা করানোর কারণে হয়, তবে তুমি সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের সুখ লাভ করতে পারবেনা । শক্তিস্বরূপ হয়ে অন্যদের বায়ুমন্ডল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ নিজেকে সেফ করে নেওয়া । এটাই এই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার বিধি । যারা হৃদয় দিয়ে সেবা করে, স্মরণ করে তাদেরই মেহনত কম এবং সন্তুষ্টতা বেশি হয় আর যারা তাদের হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে স্মরণ করেনা, শুধু নলেজের আধারে মগজ দ্বারা বাবাকে স্মরণ এবং সেবা করে, তাদের মেহনত বেশি করতে হয়, সন্তুষ্টতা কম থাকে । যদি তারা সফল হয়েও যায়, তবুও অন্তরের সন্তুষ্টতা কম হবে । তারা সর্বদা এটাই ভাববে, যদি এটা হতো ভালো হতো, কিন্তু তবুও, তবুও ...তারা এইরকম বলতেই থাকবে সেক্ষেত্রে যারা হৃদয় দিয়ে সবকিছু করে তারা সন্তুষ্টির গীত গাইতে থাকবে । সন্তুষ্টতা তৃপ্তির লক্ষণ । যদি তৃপ্ত আত্মা না হও, তবে শরীরের খিদেই হোক বা মনের খিদে তখন তোমরা যতটুকুই পাও না কেন, তোমরা সর্বদা অতৃপ্তই থেকে যাবে । রয়্যাল আত্মারা সদা অল্পতেই ভরপুর থাকে । যেখানে পরিপূর্ণতা সেখানেই সন্তুষ্টতা । যে সেবা অসন্তোষ তৈরি করে সেই সেবা সেবাই নয় । সেবার অর্থ হলো, সেবা যা তোমাদের মেওয়া অর্থাৎ আত্মাদের পৌষ্টিক আহার দেয় । যদি সেবায় অসন্তুষ্টি থাকে, তবে সেবা ছেড়ে দাও, কিন্তু মনের সন্তোষ ছেড়োনা । কিন্তু সদা হদের ইচ্ছার ঊর্ধ্বে এবং সদা সম্পন্ন থাকলে তোমরা সমান হয়ে যাবে । সঙ্গমযুগের বিশেষ বরদান সন্তুষ্টতা, এই সন্তুষ্টতার বীজ সর্বপ্রাপ্তি । অসন্তুষ্টতার বীজ, স্থূল এবং সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তি । তোমরা সব ব্রাহ্মণদের গায়ন - "অপ্রাপ্ত নহে কোনোকিছু তব ব্রাহ্মণ-ধনভাণ্ডারে" অথবা "তব ব্রাহ্মণ জীবনে " । তাহলে অসন্তুষ্টি কেন ? যখন বরদাতা, দাতার ভাণ্ডার ভরপুর এবং এতবড় প্রাপ্তি, তবে অসন্তোষ আসছে কেন ? যারা সন্তুষ্টমণি,

তারা তাদের মনে, তাদের হৃদয়ে, সবার সাথে, বাবার সাথে এবং ড্রামার সাথে সদা সন্তুষ্ট থাকবে । তাদের মনে এবং তনে সদা প্রসন্নতার তরঙ্গ প্রতীয়মান হবে । এমনকি যে কোনো পরিস্থিতি আসুক, আত্মারা যদি হিসাব-নিকাশ চুকাতে তাদের সামনে বিরোধিতাও করতে আসে, যদি তারা শরীরের কর্মভোগ মোকাবিলা করতে তাদের সামনে আসতে থাকে, তবে হদের কামনা থেকে মুক্ত আত্মা সন্তুষ্টির কারণে সদা প্রসন্নতার উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বলে নক্ষত্র প্রতীয়মান হবে । সন্তুষ্ট আত্মারা সদা নিঃস্বার্থ এবং সদা সবাইকে নির্দোষ অনুভব করবে; তারা কোনকিছুর জন্য কাউকে দোষ দেবেনা । তারা ভাগ্যবিধাতাকে দোষ দেবেনা, না দেবে ড্রামা বা কোনো ব্যক্তিকে, না শরীরের হিসেব-নিকেশ-এর ক্ষেত্রে তারা ভাববে আমার শরীরই এইরকম ! তারা সদা নিঃস্বার্থ, নির্দোষ বৃত্তি-দৃষ্টির হবে । সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব সন্তুষ্টতা, এটাই ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ প্রাপ্তি । সন্তুষ্টি আর প্রসন্নতা না থাকলে ব্রাহ্মণ হওয়াতে লাভ নেই । এইজন্য সন্তুষ্ট থাকো আর সবাইকে সন্তুষ্ট করো, এতেই প্রকৃত সুখ, এটাই প্রকৃত সেবা ।

বরদানঃ- দিব্য বুদ্ধির বরদান দ্বারা নিজের রেজিস্টার দাগহীন রেখে কর্মের গতির জ্ঞাতা ভব

ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই সব বাচ্চাদের বুদ্ধির বরদান প্রাপ্ত হয় । এই দিব্য বুদ্ধিতে কোনরকম সমস্যার, সঙ্গের বা মনমতের প্রভাব না পড়লে তখন রেজিস্টার বেদাগ থাকতে পারে । কিন্তু যদি সময়মতো দিব্য বুদ্ধি কাজ না করে, তো রেজিস্টারে দাগ লেগে যায়, এইজন্য বলা হয়ে থাকে কর্মের লীলা অতি গুহ্য । দুনিয়ার লোকেরা তো প্রতি পদে তাদের কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করে, সেখানে তোমরা বাচ্চারা, কর্মের গতির জ্ঞাতা কৃতকর্মের জন্য কখনো অনুতাপ করেনা । তোমরা তো বলবে, বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ কর্ম ।

স্লোগানঃ-:- একমাত্র পবিত্রতার গভীর ধারণা থেকেই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয় ।